W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

File No. 53 /WBHRC/~~COM~~/SMC/17.

Date : 02-02-2017

Enclosed is the news clipping of 'Eai Samay', a Bengali daily dated 31st January 2017, the news item is captioned '*মথুরাপুরে ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা*'।

Principal Chief Conservator of Forest is directed to submit a detailed report regarding the steps taken to restrain the indiscriminate deforestation of mangrove forest. Such report should reach this Commission by 27th February, 2017.

S.P. 24 Parganas (South) is also directed to furnish a report together with a copy of FIR appearing to have been lodged by the Panchayet Pradhan, Sri Raj Krishna Bairagi.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M. S. Dwivedy)
Member

মথুরাপুরে ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা

শুভেন্দু হালদার ■ ডায়মন্ড হারবার

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য ম্যানগ্রোভ রক্ষার দাবি যেমন জোরালো হয়েছে, তেমনি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে বারে বারে। সেই ঘটনা বারে বারে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এলেও এক শ্রেণির মানুষের যে হুঁশ ফেরেনি তা আবার প্রমাণ হল। খোদ সুন্দরবনের কোর এলাকার মধ্যে আবার একরের পর একর ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে ধ্বংস করে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের নগেন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহনায় ভুবনেশ্বরী চর ও সাহেবের দ্বীপে প্রায় ১০০ একর ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা চলছে অবাধে। কাটা হয়েছে বাইন, তরা, মেহগনি, গরান, বাশী, গর্জন, কেওড়া ও গেঁয়ো প্রজাতির দামি ম্যানগ্রোভ। ওই সব কাটা গাছের মূল্য কোটি টাকা ছাড়াবে বলে স্থানীয়দের অনুমান।

এই বনভূমি বানর, পাখি, কুমির, হরিণের স্বাভাবিক বাসস্থান। ফলে এই সব প্রাণীরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নির্বিচারে গাছ কাটার পাশাপাশি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চলছে মাটি খোঁড়ার কাজ। যেখানে গড়ে তোলা হবে মেছে ভেড়ি। জঙ্গলের মাত্র দেড় কিমি দূরে নলগড়া বিট অফিস ও ছয় কিমি দূরে রায়দিঘিতে বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিস ও থানা। থানা, রেঞ্জ অফিসের আধিকারিক ও কর্মীদের বারে বারে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এখানকার এক শ্রেণির অফিসার ও কর্মীদের মদতে চলছে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস। পরে বিষয়টি নজরে আসার পর গত ডিসেম্বরের ৫ ও ৬

ভেড়ি তৈরির জন্য মাটি কাটা হচ্ছে সুন্দরবনের গভীরে — এই সময়

তারিখ রায়দিঘি থানায় এফআইআর ও মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানান এলাকার বাসিন্দা মদন হালদার ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজকৃষ্ণ বৈরাগী। অভিযোগ জানানো হয় রায়দিঘি বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের কাছেও। সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ম্যানগ্রোভ না বাঁচলে সুন্দরবন বাঁচবে না। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানোর পরও অভিযুক্তরা বহা তবিয়তে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে দপ্তরের বর্তমান মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা বলেন, 'বনদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তরা যতই প্রভাবশালী হোক গ্রেপ্তার হবেই।'

এই জঙ্গলের পাশেই বসবাসকারী পূর্ব শ্রীধরপুর, দমকল, মৈপী দেবীপুর, কুহেমুড়ি এলাকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরিবার প্রত্যেক বছর বর্ষা সময় বন্যার আশঙ্কায় ভোগে। রায়দিঘি থেকে উত্তর-পূর্বে ৬ কিমি গেলে পড়বে ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহনা। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে সে এলাকা। এখানে একরের পর একর ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। বেআইনি জ ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ শুরু হয় বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে। অভিযো রায়দিঘির এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মদতে জনা দশেক গ্রামবাসী দলব নিয়ে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলার জন্য ম্যানগ্রোভ কাটা শুরু করে। গাছ কে অবাধে পাচার করে বিক্রিও চলছে। পঞ্চায়েত প্রধান রাজকৃষ্ণ বৈরাগী অভিযোগ, 'বিষয়টি নজরে আসার পর থানায় এফআইআর করেছি। বি পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু করেনি। বনদপ্তরের বি অফিস ও রেঞ্জ অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। বিডিও, মহকুমা শাস জেলা শাসক ও সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি তারপরও কোন পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। ফলে নির্বিচারের ম্যানগ্রোভ ধ্বং চলছে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য বনাধিকারিক তৃপ্তি সাহা বলেন, 'বিষয় আমাদের নজরে এসেছে। এলাকাটি বনদপ্তরের আওতাধীন কি না, তা ভা করে খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'